কেমন নায়ক চাই

রম্য

ড. খুরশিদ আলম

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট

সিনেমার নায়ক, নাটকের নায়ক, উপন্যাসের নায়ক আবার এক নয়। সিনেমার নায়ক থাকে অবশ্যই তেজস্বী; কিন্তু নাটকের নায়ক যেমন তেজস্বী হতে পারে আবার হাবাগোবা বা গোবেচারাও হতে পারে। এখানে তিনি দর্শকের প্রশংসা ছাড়া সহানুভূতিও পেতে পারেন। আবার উপন্যাসের নায়ক যেমন ঐতিহাসিক চরিত্র হতে পারেন, তেমনি তিনি রচয়িতার কল্পিত চরিত্র হতে পারেন

নায়ক হচ্ছে স্বপ্নের পুরুষ এবং মানুষ। সেই স্বপ্নের পুরুষটি এবং মানুষটি কেমন হবে– এ নিয়ে বিভিন্ন রকমের ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথমে বিভিন্ন শ্রেণির মতামত নিয়ে আলোচনা করা যাক। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছোট্ট মণিদের কাছে জানতে চাই যে, তাদের পছন্দের নায়ক এবং নায়িকা কে? অনেকে বলেছেন যে, ভারতের দেব, দুয়েকজন বলেছেন বাংলাদেশের শাকিব খান, আবার দুয়েকজন আরেফিন শুভর কথাও বলেছেন। কিন্তু নায়িকাদের ব্যাপারে খুব বেশি বলতে পারেননি। দুয়েকজন মৌসুমী কিংবা শাবনূর বা বিদ্যা সিনহা মিমের কথা বলেছেন। তারা সবাই ডিশ-চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতীয় ছবি দেখতে পান। ছোটদের কাছে নায়কই প্রিয়, নায়িকা নন। সেটি ওইদিন প্রশ্ন করার আগে তেমন ভাবিনি। তার কারণ হলো, ছোটদের কাছে একজন শক্তিমান অভিনেতা যিনি, সব প্রতিবন্ধিকতা দূর করতে পারেন বা বিজয়ী হতে পারেন তিনিই নায়ক। সিক্স মিলিয়ন ডলারম্যানসহ তেমন অনেক নায়কই তাদের প্রিয় ছিলেন।

আবার নারীদের কাছে এই তেজস্বী ব্যক্তিই হচ্ছে স্বপ্নের পুরুষ। যিনি যত তেজস্বী তিনি তাদের কাছে তত প্রিয় হন। তবে তাদের কাছে অবশ্যই সে স্বপ্নের পুরুষটি হবে লম্বা, থাকবে আকর্ষণীয় ভয়েস, রোমান্টিক আর আধুনিক হলে থাকবে তার সিক্স প্যাক। দৈহিক বিচারে তাকে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। কারও কারও কাছে তেজস্বিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবার কারও কারও কাছে রোমান্টিকতা। আর দুটির মিশ্রণ হলে আরও ভালো হয়। একেক বয়সের মেয়েরা একেক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখে তাদের স্বপ্নের নায়ক পছন্দ করেন, যেমন কিশোরীরা তেজস্বী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা রোমান্টিক, তরুণীদের সবকিছুই চাই– তেজস্বিতা, রোমান্টিকতা, ভয়েস ইত্যাদি। সালমান বা অমিতাভ সে ধরনের নায়ক, যাদের তেজস্বিতা এবং রোমন্টিকতা দুটিই রয়েছে আর তাই তারা দীর্ঘদিন ধরে সমানভাবে জনপ্রিয়। দুটির অবস্থান যদি এক হয়, তাহলে তার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি দিন টিকে থাকে। ইদানীং কমেডি করার সামর্থ্যকেও বিবেচনায় আনা হচ্ছে, আমির খানের একটি ভালো উদাহরণ।

এখন কিছু ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যাক। নায়ক যদি বিবাহিত হন, তাহলে তার জনপ্রিয়তা কমে কিনা? আসলে বিবাহিত অনেক নায়কই জনপ্রিয় ছিলেন; যেমন– রাজ্জাক, শাহরুখ, অমিতাভ প্রমুখ। প্রতিদিন দেখা যায় যে, অনেক বিবাহিত নারী বা পুরুষের বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ পেতে সমস্যা হয় না। আবার বর্তমান বছরে অনেক স্বপ্নের মানুষ তাদের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন এবং হয়তো অন্যরা তা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যদি তা করেন তাদের ভক্তদের কাছে তা মন্দ কাজ হিসেবে বিবেচনা হয় কিনা? ভারতের বিখ্যাত নায়ক অমিতাভ, অভিষেক, শাহরুখ তারা এখনও একটি সংসারই করছেন, তাদের জনপ্রিয়তা কমেনি।

নায়ক যদি বহুগামী হয় তাহলে তার জনপ্রিয়তা কমে কিনা? কিছুটা হলেও কমে; কারণ যারা তাকে স্বপ্নের পুরুষ ভাবে, তারা যখন জানতে পারে তখন কিছুটা হতাশ হয়, তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে তেমন বিভোর হতে চায় না। তার অর্থ এই নয় যে, তারা তাকে নিয়ে একেবারে বিভোর থাকতে পারে না। সম্প্রতি নায়করাজ রাজ্জাককে এমন ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। স্বপ্নের পুরুষটি আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি মানুষ হিসেবে শুধু ছোটদের কাছে নয়, বড়দের কাছেও আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রের নায়ক হচ্ছেন তিনি, যিনি যুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন। হিন্দি ভাষা না বুঝলেও তারা হিন্দি ছবির নায়ককে নায়ক মনে করেন। নায়কের গায়ের রঙ কোনো বিষয় নয়, নায়কের পারঙ্গমতা হলো আসল বিষয়। মুম্বাই ছবির নায়করা সবাই দেখতে ছিলেন মায়াবী চেহারার মানুষ, এমনটা নয়।

সিনেমার নায়ক, নাটকের নায়ক, উপন্যাসের নায়ক আবার এক নয়। সিনেমার নায়ক থাকে অবশ্যই তেজস্বী; কিন্তু নাটকের নায়ক যেমন তেজস্বী হতে পারে আবার হাবাগোবা বা গোবেচারাও হতে পারে। এখানে তিনি দর্শকের প্রশংসা ছাড়া সহানুভূতিও পেতে পারেন। আবার উপন্যাসের নায়ক যেমন ঐতিহাসিক চরিত্র হতে পারেন, তেমনি তিনি রচয়িতার কল্পিত চরিত্র হতে পারেন, যিনি বিভিন্ন সময় পাঠকের সহানুভূতি পেতে পারেন।

সাধারণ দর্শকরা অনেক সময় মনে করেন, নায়ক সবকিছু পারেন; যেমন– তিনি ভালো গান করেন, ভালো নাচতে পারেন, তিনি বিভিন্ন রঙ ধারণ করতে পারেন। তিনি গাড়ি থেকে শুরু করে সবকিছু চালাতে পারেন, একশ'জন ভিলেনের সঙ্গে মারামারি করলেও কোনো সময় ক্লান্ত হন না। এটি হচ্ছে দর্শকদের আকাঙ্ক্ষা। তার অবশ্যই একটি ঢং থাকবে, যেটি চোখে লেগে থাকবে। তিনি স্বপ্নবাজ হবেন, স্বপ্নরাজ হবেন। নায়ক কেমন হবেন সেটি নির্ভর করে সে দেশের মানুষের স্বপ্নের মানুষটি কেমন হবে তার ওপর। মিস্টার ঢাকা বা মিস্টার বাংলাদেশ হলে তিনি নায়ক হবেন, এমনটা নয়। আবার ভালো শিল্পী দেখতে অনেক সুন্দর হলেও জনপ্রিয় নায়ক হবেন, তা নয়; যেমনটা আমাদের দেশে অনেককে দেখা গেছে।

শিশুরা যদি তাকে নায়ক ভাবে, তাহলে বুঝতে হবে তিনি নায়ক হতে পেরেছেন। কারণ নায়ক হওয়ার জন্য শিশুদের পছন্দে আসতে হবে। তাই নায়ক হবে আকার এবং প্রকারতত্ত্বের সম্মিলন। নায়কের আকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তার প্রকারও থাকতে হবে। অর্থাৎ শারীরিক গঠন যেমন থাকবে, তেমনি বহু রকমের চরিত্র করার মতো তার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাকে হতে হবে সত্যিকারের এন্টারটেইনার। তাই নায়ক নির্বাচনে অবয়বতত্ত্বের পাশাপাশি শৈলীতত্ত্বও বিবেচনায় আনতে হবে। তার আকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকারের বিষয়টিও দেখতে হবে। দর্শকরা যখন বলেন, এই ছবিতে নায়কটি অমুক হলে আরও ভালো হতো, তখন বুঝতে হবে যে, সঠিক লোককে নায়ক করা হয়নি। কারণ তিনি চরিত্রটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেননি। নায়ক পছন্দের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এবং শিশুদের পছন্দের বিষয়টিকে একত্র করলে অবয়বের পাশাপাশি শৈলীর বিষয়টিও প্রাধান্য পায়। সে জন্য নায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবয়বতত্ত্ব এবং শৈলীতত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।